# বিচার বিলম্বিত করায় ধর্ষকদের প্রভাব এবং ধর্ষণ বিষয়ে জনঅভিমত

রাইহানা সাঈদা কামাল

এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্টের মধ্যে সংঘটিত ধর্ষণের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করা। এই অনুসন্ধান চালানো হয়েছে সাম্প্রতিকালের সবচেয়ে আলোচিত তিনটি ধর্ষণের ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা বিলম্বিত হবার পেছনে ধর্ষকের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রতিপত্তি এবং এ সম্পর্কে জনসাধারণের মতামতের সামগ্রিক বিশ্লেষণের জন্য। তথ্যের গৌণ উৎস হিসেবে সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং নিবন্ধগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদনগুলো বাংলাদেশে বিরাজমান একটি ভয়াবহ পরিস্থিতিকে তুলে ধরেছে, যখন সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পথে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেতা থেকে সংসদের স্পিকার পর্যন্ত সবাই নারী। সেই সঙ্গে, সংসদে পঞ্চাশটি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। বর্তমানে প্রায় সব ক্ষেত্রে নারীদের জন্য পৃথক কোটা রয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার পার্শ্ববর্তী কিছু দেশ, যেমন পাকিস্তান, আফগানিস্তান, মালদ্বীপ এবং নেপালের তুলনায় এক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। তবে দেশটির এসব অর্জন অনেকাংশে ম্লান হয়ে গেছে সাম্প্রতিক ধর্ষণের ঘটনাগুলো শিরোনাম হওয়ায়।

## ভূমিকা

ধর্ষণ মানবতাবিরোধী অপরাধ। ৪৬ বছর আগে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় থেকেই ধর্ষণের হার দেশটিতে ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এটি একটি জাতির আত্মসম্মানের প্রতি প্রচণ্ড আঘাত, যে জাতি তাদের নারীসমাজের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছিল। এটা ঠিক যে, সমাজের সকল ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটছে এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ, যেমন পাকিস্তান, নেপাল, মালদ্বীপ এবং আফগানিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। তবু, এ সকল অর্জন ক্রমবর্ধমান ধর্ষণের ঘটনার নিচে চাপা পড়ে যাচ্ছে। ২০১৭ সালে দেশে ধর্ষণের ঘটনা অবিশ্বাস্যরকম বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত, মোট ৫২৬ জন নারী ধর্ষিত হয়েছেন, যাদের মধ্যে ১১৯ জনকে গণধর্ষণ এবং ৪১ জনকে হত্যা করা হয়েছে; ১১৩ জন শ্লীলতাহানি এবং ৫৪ জন যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন (মহিলা পরিষদ ২০১৭)।

সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোতে দেখা গেছে, এই জঘন্য অপরাধীদের মধ্যে যারা সামাজিক-রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিকভাবে প্রভাবশালী, তারা তাদের কুকর্মের প্রমাণ ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায়। এর ফলে নির্যাতিতের পক্ষে ন্যায়বিচার পাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমনকি, কিছু লোক ধর্ষকের পরিবর্তে ধর্ষণের শিকারদেরই নানাভাবে দোষারোপ করে।

## অনুসন্ধান প্রক্রিয়া

এটি একটি বিশ্লেষণধর্মী অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধানে আমি ২০১৭ সালের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত তিনটি বহুল আলোচিত ধর্ষণসম্পর্কিত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, নিবন্ধ এবং অনলাইন প্রতিবেদনকে বিশ্লেষণ করেছি। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শহর ও গ্রামাঞ্চলে সাক্ষ্যপ্রমাণ বিনষ্ট করা এবং আইনিপ্রক্রিয়া বিলম্বিত করার পেছনে অপরাধীদের আর্থ-সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাবকে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি। সেই সঙ্গে ধর্ষণ সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া বুঝতে এ ব্যাপারে সামাজিক গণমাধ্যমের আধেয় ও পাঁচজন মায়ের মন্তব্যকে বিশ্লেষণ করেছি।

## ধর্ষণের সংজ্ঞা

ধর্ষণ বলতে একজন ব্যক্তির (নারী কিংবা পুরুষ) সাথে তার সম্মতি ব্যতীত জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করাকে বোঝায়। যদিও ধর্ষণের সংজ্ঞা এবং ধর্ষণসম্পর্কিত আইনে ভিন্নতা রয়েছে, তবে সাধারণভাবে, যে কোনো একজনের সম্মতি ব্যতীত তার সঙ্গে জোরপূর্বক শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনকে ধর্ষণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায় (কেলান্ড, পি.৩, ২০১১)। ১৮৬০ সালের আইনগত ব্যাখ্যা অনুসারে, বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩৭৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী ধর্ষণকে পাঁচটি মানদণ্ডের প্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা হয় : ১. নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, ২. তার সম্মতি ছাড়া, ৩. মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে বা আঘাত করে তার সম্মতি আদায় করে নেওয়া, ৪. প্রতারণাপূর্বক সম্মতি নিয়ে, ৫. সম্মতি নিয়ে কিংবা সম্মতি ছাড়া, যখন নারীর বয়স ১৪-এর কম।

বাংলাদেশের দণ্ডবিধি ধারা এখনো ১৫০ বছরের পুরোনো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আইন অনুসরণ করছে এবং এখন পর্যন্ত এটির কোনো সংস্কার করা হয় নি। এখানে ধর্ষণের ধরন সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা নেই। এ ধারায়, কেবল যোনির মধ্যে লিঙ্গের অনুপ্রবেশ ধর্ষণ বলে বিবেচিত হয়। তবে, ভারত তাদের দণ্ডবিধিতে ধর্ষণের সংজ্ঞা পরিবর্তন করেছে। সেখানে, শরীরের যে কোনো অংশে কোনোকিছু প্রবেশ বা কোনোও অংশ স্পর্শ করাকে ধর্ষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## ধর্ষণের ঘটনা

### বনানীতে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া দুই ছাত্রীকে গণধর্ষণ

*অভিযুক্তদের বিস্তারিত : পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের*

১. প্রধান অভিযুক্তদের একজন শাফাত আহমেদ বাংলাদেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান আপন জুয়েলার্সের একজন স্বত্বাধিকারীর ছেলে। বাদীপক্ষ বলেছে, ধর্ষণের সময় সে ইয়াবাতে আসক্ত ছিল। তার প্রাক্তন স্ত্রী ফারিয়া মাহবুব পিয়াসা, এনটিভির রিয়েলিটি শো সুপার হিরো সুপার হিরোইনের একজন প্রতিযোগী। যিনি দাবি করেছেন যে, সাফাত একজন মাদকাসক্ত। অন্যদিকে, শাফাতের বাবা দিলদার দাবি করেছেন, এ ঘটনাটি মোটেই ধর্ষণ নয়, বরং সম্মতিমূলক ছিল। (ডেইলি স্টার ২০১৭)

২. আরেকজন প্রধান অভিযুক্ত নাঈম আশরাফ, যে গান্ধাইল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশরাফ আলীর ছেলে হিসেবে ভুয়া পরিচয় দিয়েছে। তার প্রকৃত নাম আবদুল হালিম, যে সিরাজগঞ্জ জেলার

একজন ফেরিওয়ালার ছেলে। ধূর্ত নাঈম আশরাফ প্রতারণা করে এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস করে বেকার তরুণদের কাছ থেকে প্রচুর টাকাপয়সা হাতিয়ে নিয়ে অগাধ ধনসম্পদের মালিক হয়। সে নিজেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন স্নাতক এবং ভদ্র পরিবারের সন্তান হিসেবে পরিচয় দিয়ে এ যাবৎ কমপক্ষে চারজন বিত্তশালী পরিবারের মেয়েকে বিয়ে করেছে। যদিও প্রকৃত পরিচয় জানার পর তার কোনো বিয়েই টেকে নি।

নাঈম নিজেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক দাবি করে এবং এটি প্রমাণ করতে সে ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতার সাথে ভালো বন্ধুত্ব গড়ে তোলে। নাঈম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে থাকত বলে পুলিশ জানায়। যদিও সে কদাচিৎ তার গ্রামের বাড়িতে যায়, তবে সম্প্রতি কাজীপুর উপজেলার কিছু ব্যানারে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের একটি শাখায় নাঈমকে স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি হিসেবে দেখানো হয়েছে।

পুলিশ ডেইলি স্টারকে বলেছে, এই অভিযুক্ত রাজধানীতে ইকমার্স মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট নামে একটি ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম খোলে, যেটির কাজ ছাত্রীদের হাবনব হিসেবে ব্যবহার করে ধনী লোকদের ছেলেদের সঙ্গে তাদের মেলামেশার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া।

৩. অন্য অভিযুক্ত শাদমান সাকিফ বাদীপক্ষের বন্ধু, যে শাফাত আহমেদের সঙ্গে মেয়ে দুটির পরিচয় করিয়ে দেয় এবং তাদের শাফাতের জন্মদিনের পার্টিতে আমন্ত্রণ জানায়। (ডেইলি স্টার ২০১৭)

৪. শাফাতের গাড়িচালক বিলাল হোসেন ধর্ষণের দৃশ্য ভিডিও করে (ডেইলি স্টার ২০১৭)।

৫. শাফাতের দেহরক্ষী আবুল কালাম আজাদ মেয়ে দুটিকে গুলি করার ভয় দেখায় (ডেইলি স্টার ২০১৭)।

*অপরাধের বিবরণ*

দুই ছাত্রীকে সাফাত ও নাঈম বনানীর রেইনট্রি নামক হোটেলের একটি কক্ষে আটকে রাখে এবং ২৮ মার্চ রাতে তাদের ধর্ষণ করে। এ সময় শাফাতের দেহরক্ষী আজাদ তাদের বন্দুকের সামনে আটকে রাখে এবং শাফাতের গাড়িচালক বিলাল হোসেন পুরো দৃশ্যটি ভিডিও করে। ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন ভিকটিম জানান, সাফাত তার জন্মদিনের পার্টিতে যোগ দিতে তাকে ও তার বন্ধুকে পটায় এবং একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা বনানীর হোটেলে যান। মেয়ে দুটির বন্ধু শাদমান সাকিফ তাদের সাথে শাফাতের পরিচয় করিয়ে দেয়। তার মতে, যে রাতে তারা ধর্ষণের শিকার হন, তখন সাফাত ও তার বন্ধু নাঈম দুজনেই ইয়াবায় আসক্ত ছিল (ডেইলি স্টার ২০১৭)।

নির্যাতনের শিকার দুজন জানিয়েছেন, তারা মামলাটি আগে দায়ের করেন নি, কারণ অভিযুক্তরা তাদের ভয়াবহ হুমকি দিয়েছিল, এমনকি মৃত্যুর ভয়ও দেখিয়েছিল। যৌন নির্যাতনের এ মামলাটি একমাসেরও বেশি সময় পরে ৬ মে তারিখে দায়ের করা হয়। মেয়েটি অভিযোগ করেন যে তারা বনানী থানায় ৪ মে মামলা দায়ের করার জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু পুলিশ কর্মকর্তারা মামলা নিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তাদের 'খারাপ মেয়েলোক' আখ্যা দেয়। তবে এর ৪৮ ঘণ্টা পর ৬ মে তারিখে মামলাটি রেকর্ড করা

হয়। বাদীপক্ষ জানায়, ধর্ষককরা তাদের বারবার মামলাটি প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয় এবং হুমকি দেয় (ডেইলি স্টার ২০১৭)।

**বগুড়ায় কিশোরীকে ধর্ষণ**

*অপরাধীদের বিস্তারিত তথ্য*

১. তুফান সরকার ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের শ্রমিক নেতা। সে চাঁদাবাজি, মাদক পাচার এবং ভূমি দখলসহ আরো অনেক অপরাধ কর্মের সাথে জড়িত (বিডিনিউজ২৪ডটকম ২০১৭)।

২. রুমকি, তুফানের বোন, বগুড়া পৌরসভার কাউন্সিলর (বিডিনিউজ২৪ডটকম ২০১৭)।

৩. আশা, তুফানের স্ত্রী (বিডিনিউজ২৪ডটকম ২০১৭)।

*অপরাধের বিবরণ*

স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তুফান সরকার এসএসসি পরীক্ষার্থী মেয়েটিকে স্থানীয় কলেজে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ১৭ জুলাই তুফান তার বাড়ি থেকে ওই ছাত্রীকে তুলে নিয়ে যায়। তাকে ধর্ষণ করে এবং তারপর দলের ক্যাডারদের সকল আলামত মুছে ফেলতে নির্দেশ দেয়। (বিডিনিউজ২৪ডটকম ২০১৭)

পরে যখন তুফানের স্ত্রী আশা এবং তার বড়ো বোন মারজিয়া হাসান রুমকি ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারে, তখন তারা কয়েকজন দুর্বৃত্তকে দিয়ে দুপুরের মধ্যে মেয়ে এবং তার মাকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায়। তারা মা ও মেয়েকে মারধর করে, মাথা কামিয়ে দেয় এবং চুপ থাকবার হুমকি দেয়। নতুবা তাদের আরো ভয়াবহ পরিণামের ভয় দেখায়। (ডেইলি স্টার ২০১৭)

তুফানের স্ত্রী আশা খাতুন তার স্বামীর পরিবর্তে ধর্ষণের শিকার মেয়েটিকেই দোষারোপ করে। পরে তুফানের মা ধর্ষিতার কাছে তুফানকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। তিনি মেয়েটিকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে এ প্রস্তাব দেন। (বিডিনিউজ২৪ডটকম ২০১৭)

**চলন্ত বাসে কলেজছাত্রী গণধর্ষণ**

*অপরাধীদের বিবরণ*

ছোঁয়া পরিবহনের পাঁচজন বাস স্টাফ (খান ২০১৭)।

*অপরাধের বিবরণ*

২৫ আগস্ট রূপা নামের একজন এলএলবি শিক্ষার্থী চলমান বাসে গণধর্ষণের শিকার হন। রূপা শুক্রবার শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা দিতে বগুড়ায় যান। পরীক্ষা শেষে সন্ধ্যায় তিনি ময়মনসিংহে ফিরতে তার কলেজ বন্ধু আব্দুল বারেকের সাথে ছোঁয়া পরিবহনের একটি বাসে ওঠেন। আনুমানিক রাত সাড়ে ৯টায় টাঙ্গাইলের এলেঙ্গায় বারেক বাস থেকে নেমে যান। একে একে বাসের অন্য যাত্রীরাও যখন নেমে যায়, তখন হেলপার শামীম রূপাকে পিছনের আসনে নিয়ে যায়।

রূপা ৫ হাজার টাকা ও তার মোবাইল ফোন নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে শামীমের কাছে অনুরোধ করেন। শামীম টাকা ও ফোন নিয়েও না ছেড়ে রূপাকে ধর্ষণ করে। পুলিশ জানায়, আরো দুই হেলপার আকরাম ও জাহাঙ্গীর যখন রূপাকে ধর্ষণ ও হত্যা করে তখন হাবিব গাড়ি চালাচ্ছিল এবং গেন্দু ঘুমাচ্ছিল। হত্যার পর তারা রূপার লাশ টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে ছুড়ে ফেলে।

পুলিশ রূপার লাশ উদ্ধার করে এবং ২৬ আগস্ট ময়নাতদন্তের পর টাঙ্গাইল সেন্ট্রাল কবরস্থানে দাফন করা হয়। মধুপুর থানার পুলিশ এ ঘটনায় অজ্ঞাত আসামিকে দায়ী করে মামলা দায়ের করে। নিহতের পরিবার স্থানীয় গণমাধ্যমের মাধ্যমে বিষয়টি জানতে পারে এবং ২৮ আগস্ট মধুপুর থানায় গিয়ে রূপার ছবি দেখে তাকে সনাক্ত করে (খান ২০১৭)।

**ফলাফল**

সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত উল্লিখিত তিনটি বহুল আলোচিত ধর্ষণের ঘটনার বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি যে, এই তিনটি ঘটনার ধর্ষক তিন ভিন্ন সামাজিক শ্রেণিভুক্ত। প্রথম ঘটনায় প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি শিক্ষিত এবং অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ পরিবারের সদস্য। অন্য অভিযুক্ত একজন জালিয়াত, যে ছদ্মবেশে থাকে। দ্বিতীয় ঘটনায় ধর্ষক বেশি শিক্ষিত নয় তবে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তি। তৃতীয় ঘটনায় ধর্ষকেরা অশিক্ষিত এবং শ্রমিকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যদিও তাদের সামাজিক অবস্থান ভিন্ন, তবু তারা একই ধরনের অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ধর্ষণ এমন একটি অপরাধ, যার সঙ্গে কোনো বিশেষ আর্ত-সামাজিক শ্রেণির সম্পর্ক নেই।

ধর্ষকের আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা আইনি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। প্রথম ঘটনায় ধর্ষকরা তাদের আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে মেয়েদের হুমকি দেয় এবং পুরো বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে। উপরন্তু, অপরাধীদের গ্রেফতারে বিলম্ব হওয়ায় অভিযুক্তরা সাক্ষ্য প্রমাণ মুছে ফেলতে যথেষ্ট সময় পায় এবং দুই মাস দেরি হওয়ায় ফরেনসিক টেস্টও নেগেটিভ আসে। এখানে ধর্ষকেরা অর্থের প্রভাব খাটিয়ে আইনি প্রক্রিয়াকে দুর্বল করে দিয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনায় ধর্ষক তার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ধর্ষণের শিকার ও তার পরিবারকে হুমকি দিয়ে মামলা দায়ের বিলম্বিত করে। পরে ধর্ষকের পরিবারের সদস্যরা ভিকটিম ও তার মাকে অপহরণ করে নিয়ে তাদের মাথা কামিয়ে দেয়। ধর্ষকের মাও তার ছেলেকে বিয়ে করার জন্য ভিকটিমকে প্রস্তাব দেন। এখানে ধর্ষক তার রাজনৈতিক ক্ষমতার জোরে ভেবেছিল সে তার অপরাধের শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাবে। যদিও সে শাস্তি থেকে রেহাই পায় নি, তবে তার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মামলাটি বিলম্বিত করতে পেরেছে।

তৃতীয় ঘটনায় যদিও ধর্ষকরা শ্রমিক শ্রেণির অন্তর্গত, তবু তারা নারীর ওপর তাদের যথেচ্ছ পুরুষত্ব ফলিয়েছে।

ধর্ষকের পরিবর্তে ধর্ষণের শিকারকে দোষারোপ করার আমাদের একটি সামাজিক প্রবণতা রয়েছে। প্রথম ধর্ষণের ঘটনার পর সামাজিক গণমাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। অনেকে ধর্ষণের শিকার মেয়েদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে। একজন ভিকটিম জানান, পুলিশ স্টেশনে পুলিশ তাকে 'খারাপ

মেয়ে' অপবাদ দেয়। সামাজিক গণমাধ্যমে বিভিন্ন মানুষের মন্তব্যের স্ক্রিনশট নেওয়া ছাড়াও আমি পাঁচজন মায়ের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। পাঁচজন মায়ের সঙ্গে আলাপচারিতার সময় তাদের তিনজনই হোটেলে যাওয়ার জন্য ধর্ষণের শিকার মেয়েদের ও তাদের মায়েদের দোষারোপ করেন। দুঃখজনকভাবে তারা কেউই ধর্ষকের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি।

দ্বিতীয় ঘটনায় ধর্ষকের স্ত্রী ধর্ষণের জন্য ধর্ষিতাকেই দায়ী করে। এমনকি স্থানীয়দের মধ্যে কয়েকজন এমনও বলেছে যে, মেয়েটি ধর্ষকের বাড়িতে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল।

তৃতীয় ঘটনায় ধর্ষিতার ভাই পরোক্ষভাবে নির্যাতিত মেয়েটিকেই সতর্ক না থাকার জন্য এবং রাতের বেলা একা বাসে ভ্রমণ করার জন্য দোষারোপ করেন। পাশাপাশি, কিছু মাও বলেছেন যে, মেয়েদের বিশেষ করে রাতে চলাফেরার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে ধর্ষণের এত এত ঘটনা ঘটার কারণ এই সামাজিক ধারণা যে পুরুষ 'ক্ষমতাশালী' এবং 'শারীরিকভাবে শক্তিশালী'। ধর্ষণের শিকারদের এখানে 'উদাসীন' ও 'ব্যাভিচারী' আখ্যা দিয়ে সামাজিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, যেখানে গণমাধ্যমের উচিত ছিল ধর্ষকদের বিস্তারিত সংবাদ ও লেখালেখি জনসাধারণের সামনে তুলে ধরে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা। সেইসঙ্গে দরকার ছিল যৌন নিপীড়নের প্রতি জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করে আইনগতভাবে ধর্ষকদের কঠোর শাস্তি প্রদান করতে সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করা।

**ন্যায়বিচার বিলম্বিত করতে ধর্ষকের প্রভাব**

প্রথম ঘটনায় ভিকটিমকে চুপ রাখতে অপরাধীদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে ব্যবহার করা হয়। এমনকি, পুলিশও মেয়েটিকে খারাপ মেয়ে হিসেবে অভিহিত করে মামলা নিতে অস্বীকার করে। অর্থাৎ ধর্ষকরা তাদের অর্থনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মামলা বিলম্বিত করতে সক্ষম হয়। তারা তাদের আর্থিক ক্ষমতা দিয়ে মেয়েদের সাথে সমঝোতার চেষ্টাও করেছিল। এখানে টাকা 'অবিচার থেকে দায়মুক্তি' লাভসহ সবকিছু কেনার হাতিয়ার হয়ে গিয়েছে। মামলা দায়েরে বিলম্বের কারণে অপরাধীরা তাদের মোবাইল ফোন থেকে সব প্রমাণ মুছে ফেলে। মামলা দায়ের করার পর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কেসটি প্রাথমিক অনুসন্ধান হিসেবে নথিভুক্ত করতে আরো দুই দিন সময় লেগেছে।

পুলিশ কোনো অভিযুক্তের সাথে দেখা করে নি। তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ বা গ্রেফতারও করা হয় নি। বনানী থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) আবদুল মতিন স্বীকার করেন যে, তারা তাদের প্রাথমিক তদন্তের সময় অভিযুক্তদের মধ্যে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি। র‍্যাব জানিয়েছে, শাফাতের গাড়িচালক বিলাল তার মোবাইল ফোন থেকে ভিডিও ক্লিপ মুছে ফেলেছে (ডেইলি স্টার ২০১৭)। মোবাইল ফোন থেকে ভিডিও ক্লিপ মুছে ফেলায় তাদের আটক করা কঠিন হয়ে গেছে। ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার আরো এক মাস পরে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে জানিয়ে এক্ষেত্রে প্রমাণ 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ' বলে পুলিশের একটি সূত্র জানায় (বিডিনিউজ২৪ডটকম ২০১৭)।

পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এ মামলার প্রথম তদন্ত কর্মকর্তা আবদুল মতিন এবং তার টিম যেখানে মেয়েদের ধর্ষণ করা হয় সেই রেইনট্রি হোটেলের সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। হোটেল

কর্তৃপক্ষ জানায়, তারা সাধারণত এক মাসের চেয়ে পুরোনো ডাটা মুছে ফেলে। নাম গোপন রাখার শর্তে অন্য একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, একজন তদন্ত অফিসারের তত্ত্বাবধানে ঘটনাস্থল থেকে সকল প্রমাণাদি এবং সংশ্লিষ্ট সবকিছু সরিয়ে ফেলা হয় (বিডিনিউজ২৪ডটকম ২০১৭)

এমনকি দেরি হবার ফলে ফরেনসিক রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। ভিকটিম মেয়ে দুজন ফরেনসিক টেস্টের জন্য পুলিশের কাছে তাদের পোশাক হস্তান্তর করেন। তবে ডাক্তাররা ফরেনসিক টেস্টে এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীর পোশাকে কোনো শুক্রাণু বা ডিএনএ-র নমুনা পান নি। ফরেনসিক টেস্টের জন্য গঠিত পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট মেডিকেল বোর্ডের প্রধান সোহেল মাহমুদ বলেন, যখন একজন নির্যাতিতা ঘটনা ঘটার ৪০ দিন পর আসেন, তখন উল্লেখযোগ্য কোনো আঘাতের চিহ্ন না থাকায় ধর্ষণের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। (ডেইলি স্টার ২০১৭)

দ্বিতীয় ঘটনায় ধর্ষণের মামলাটি ধামাচাপা দিতে অভিযুক্ত ধর্ষক তার রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করে। ধর্ষকদের ক্ষমতা ও রাজনৈতিক প্রভাবের ভয়েও ধর্ষণের শিকার নীরব ছিলেন (ডেইলি স্টার ২০১৭)। এ কারণেই ভিকটিম অপরাধীদের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা করার পরিবর্তে নির্যাতন মামলা দায়ের করেন। ভিকটিমকে নির্যাতনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে এসে পুলিশ ধর্ষণের ঘটনাটি জানতে পারে। তুফান তার অপরাধটি 'ভুল' হিসেবে স্বীকার করে এবং জানায়, সে কলেজপড়ুয়া মেয়েটিকে বিয়ে করবে (ডেইলি স্টার ২০১৭)।

ধর্ষণকে নারীর প্রতি প্রভুত্ব ও পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রদর্শনের একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তৃতীয় ঘটনায় রূপা অশিক্ষিত ধর্ষকদের দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হন। এ মামলার ধর্ষক বনানী ও বগুড়ার ধর্ষকদের মতো প্রভাবশালী শ্রেণির অন্তর্গত নয়। যেহেতু অপরাধের কোনো প্রত্যক্ষদর্শী নেই, তাই তারা মনে করেছিল তারা মধ্যরাতে মহাসড়কে রূপার লাশ ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে।

তাদের এরকম দুঃসাহসের একটি কারণ হতে পারে লোকাল বাস ড্রাইভারের ড্রাইভিংয়ের সময় নির্দিষ্ট না থাকা, যেজন্য একজন ড্রাইভার যতক্ষণ ইচ্ছা বাস চালাতে পারে। এর ফলে, তারা ঘুম এবং বিশ্রামের জন্য কদাচিৎ সময় পায়। সারারাত জেগে থাকতে কখনো কখনো তারা ড্রাগসও নেয়। আরেকটি কারণ হতে পারে রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী মালিক-শ্রমিক সমিতি বা শ্রমিক-মালিক সমিতির সাথে তাদের সম্বন্ধ। তারা হয়ত মনে করে যে, এই প্রভাবশালী কমিটি তাদের উদ্ধার করবে।

### ধর্ষণের শিকারকেই দোষারোপ করা

বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সমাজে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতাকে বস্তুগত ও আচরণগতভাবে উপলব্ধিমূলক বাস্তবতা অথবা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত উপাদান এবং সংস্কৃতিসৃষ্ট কর্মকাণ্ড এই দুই ভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। উপরন্তু, সংস্কৃতিসম্পর্কিত সবকিছুই যখন অতিমূল্যায়িত হয় তখন প্রকৃতিসম্পর্কিত সবকিছুই অবমূল্যায়িত। সংস্কৃতিতে যেখানে পুরুষকে মনে করা হয় শ্রেষ্ঠ, সেখানে নারীর অবস্থান প্রকৃতির অবমূল্যায়িত শ্রেণিতে। আবার পুরুষ ও তার পৌরুষ হয়ে ওঠে অনুশাসন বা প্যারামিটার বা অনুকরণীয় বা মানবতার নিদর্শন, অন্যদিকে নারীকে দেখা হয় তাদের 'সহজাত ভূমিকা'র আজ্ঞাবাহী বা তথাকথিত অধস্তন হিসেবে। (ফাসিয়া, পৃষ্ঠা ৫, ২০১৩)

প্রথম ঘটনায়, ধর্ষণের খবরটি গণমাধ্যমে প্রচারের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ঝড় বয়ে যায়, যেখানে নির্যাতনের শিকারকেই দায়ী করা হয়। ওখানকার অনেক মন্তব্যের মধ্যে ছিল (পরিশিষ্ট ১ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে) :

ক. মেয়েগুলো পুরো ঘটনাটি সাজিয়েছে। তারা পতিতা হিসেবেই সেখানে গিয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, যখন তাদের চুক্তি সন্তোষজনক হয় নি, তখন ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছে।
খ. এটা তথাকথিত আধুনিকতার নোংরা রূপ। বাবা-মায়েরা তাদের মেয়েরা কোথা যায়, কী করে কিছুই খেয়াল রাখেন না। যদি একটি মেয়ে রাত ২টায় বন্ধুদের সাথে পার্টিতে যায়, তাহলে সে তো ধর্ষিত হবেই।
গ. এই মেয়েগুলো সব মেয়ের ভাবমূর্তি নষ্ট করছে।
ঘ. তারা কেন এতদিন পরে মামলা দায়ের করতে এসেছে? কারণ হয়ত তাদের লেনদেনে কোনো ঝামেলা হয়েছে। তাই পরে প্রতিশোধ নিতে লোকগুলোর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছে।

পাঁচজন মায়ের সঙ্গে বিস্তারিত আলাপচারিতাকালে, তিনজন মা ধর্ষিতাদের মায়েদের দোষারোপ করেন। তাঁদের মন্তব্য (পরিশিষ্ট ২ থেকে উদ্ধৃত হলো) :

ক. আমি আমার মেয়েকে কখনো এত রাতে বাইরে যেতে দিতাম না। কেন এই মেয়েদের মায়েরা তাদের বাইরে যেতে বাধা দেয় নি?
খ. আধুনিক মায়েরা তাদের মেয়ের চলাফেরার ওপর নজর রাখেন না। এ কারণেই ধর্ষণ হয়।
গ. রাতের বেলা আপনি যদি হোটেলে যান, তখন ধর্ষণ তো হবেই।

দ্বিতীয় ঘটনায়, যখন ধর্ষক তুফানের স্ত্রী ও তার মায়ের ভিকটিমের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল, তখন তারা ভিকটিমকেই এজন্য দায়ী করেন। তুফানের মা তার ছেলেকে বিয়ে করার জন্য ভিকটিমকে প্রস্তাব দেন। যেহেতু ভিকটিমের বয়স কম, তাই ধর্ষক দুটি অপরাধ করেছে : প্রথমত ধর্ষণ এবং দ্বিতীয়ত আইনগতভাবে বিয়ের নির্ধারিত বয়সের চাইতে কমবয়সী মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেওয়া। এমনকি তুফানের পরিবারের সদস্যসহ স্থানীয় কিছু লোক নির্যাতিতকে মিথ্যা মামলা দায়ের করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। তারা বলেছে, মেয়েটি খারাপ উদ্দেশ্য নিয়েই তুফানের বাড়িতে গিয়েছিল এবং সেখানে কোনো ধর্ষণের ঘটনা ঘটে নি। তাদের যুক্তি, ১১ দিন পর্যন্ত মেয়ে বা তার মা পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে নি। (ডেইলি স্টার ২০১৭)।

তৃতীয় ঘটনায়, রূপার ভাই রূপাকেই তার ধর্ষণ ও হত্যার জন্য দায়ী করেছেন। তিনি পুলিশকে জানান যে, তিনি রূপাকে রাতে চলাফেরা করতে নিষেধ করেছিলেন। তার এক চাচাত ভাইও সকালে বের হবার আগে তার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলেন। তারা রূপার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। রূপা শুধু এলএলবি ছাত্রীই ছিলেন না। তিনি তার নিজের এবং পিতামাতার জন্য উপার্জনও করতেন। তবু তিনি পুরুষের পাশবিকতার শিকার হলেন।

পাঁচজন মায়ের সঙ্গে একই বিষয়ে আলোচনায় দেখা গেছে, তাঁরা আংশিকভাবে রূপাকেই ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার জন্য দায়ী করেন। এখানে (পরিশিষ্ট ২ থেকে তাঁদের মন্তব্য উদ্ধৃত হলো) :

ক. যত সমস্যাই হোক না কেন, আমাদের সামাজিক বিধিনিষেধ অনুসরণ করা উচিত। কখনোই গভীর রাতে একটি মেয়ের একা একা একটি বাসে চলাচল করা উচিত নয়। তার সকালে আসা উচিত ছিল।

খ. ধর্ষকেরা নিরক্ষর পশুসম ছিল। আমাদের আশেপাশে অনেক সামাজিক পশু আছে। আমরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারি না। এমনকি আমাদের আইনও তাদের কঠোর শাস্তি দিতে পারে না। সুতরাং, আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।

গ. রূপা একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, যে জীবিকার জন্য জীবনের সাথে লড়াই করে বেঁচে ছিল। তার পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্যকে সাথে রাখা উচিত ছিল।

**সুপারিশ**

ধর্ষণের সাথে সম্পর্কিত আইনকে অবশ্যই ধর্ষকের জন্য দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। বাংলাদেশ সরকার নির্যাতিত নারীদের সমর্থন ও সেবা দেবার জন্য কিছু সেল প্রতিষ্ঠা করেছে, তবে পরিমাণে তা এখনো অত্যল্প। সুতরাং এসব সেল আরো বেশি দরকার। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে বেশিরভাগ পুলিশই পুরুষ। এর ফলে ভিকটিমরা পুলিশ দ্বারাও হয়রানির শিকার হয়। ঝামেলা এড়াতে, ধর্ষণ মামলা পরিচালনা করার জন্য আরো নারী পুলিশ নিয়োগ করা উচিত। তা ছাড়া, আদালতে বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত নিষ্পত্তি করা উচিত, যাতে ধর্ষকেরা শাস্তি থেকে বাঁচতে না পারে এবং প্রমাণাদি ধ্বংস করবার সময় না পায়।

পুলিশ এবং আদালতকে টাকা ও পেশিশক্তির কাছে মাথা নত করতে দেখা যায়। তাই, ন্যায়বিচার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমকে এই ধরনের মামলায় প্রাথমিকভাবে সম্পৃক্ত থাকতে হবে।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। যেহেতু নারী-পুরুষ বৈষম্য উন্নয়নে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ শীর্ষস্থানীয়, তাই যৌন নিপীড়ন বন্ধেও সরকারের উচিত কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা ( ঢাকা ট্রিবিউন ২০১৭)। গণমাধ্যমকে ধর্ষণ সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রচার করতে হবে এবং মানুষকে জেন্ডার সংবেদনশীল করে তুলতে হবে, যাতে তারা নির্যাতনের শিকারকে দোষারোপ না করে এবং পুরুষদের নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে ও তাদের সমকক্ষ হিসেবে বিবেচনা করতে শেখায়। তা ছাড়া, আগামী প্রজন্মকে নারী সহায়ক করে তুলতে নারী-পুরুষ বৈষম্য, জেন্ডার সংবেদনশীলতা এবং যৌন নিপীড়নকে বিষয় হিসেবে অবশ্যই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

**উপসংহার**

সরকারের শীর্ষস্থানীয় পদে নারীদের অধিষ্ঠিত করায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি রোল মডেল। দেশটি লিঙ্গসমতার দিক থেকে দক্ষিণ এশিয়ার শীর্ষে রয়েছে। যখন বাঙালি নারীরা নানাভাবে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে, তখন ধর্ষণের ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বৃদ্ধির কারণে সেই অগ্রগতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। পত্রিকার প্রতিবেদনগুলোর বিষয়বস্তু

বিশ্লেষণ করে আমি দেখেছি যে, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে অপরাধীরা আইনি প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ ধ্বংস করছে।

ধর্ষণের ঘটনায় নারীকে দোষারোপ করার প্রচলিত প্রবণতা অপরাধীদের সামাজিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে। ধর্ষণ দমন করতে রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। বিভিন্ন পেশাভিত্তিক দল, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন, অভিনয় প্রভৃতির সাথে যুক্ত বৃক্তিবর্গ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। প্রণিধানযোগ্য দায়িত্ব রয়েছে গণমাধ্যম ও পরিবারের। সবিশেষ, ধর্ষণের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা বেড়ে ওঠার প্রেক্ষাপটে ধর্ষণ রোধে একটি জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ এখন সময়ের দাবি। পাশাপাশি এই নীতি বাস্তবায়নে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ঠিকভাবে পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়াও জরুরি।

রাইহানা সাঈদা কামাল দৈনিক অবজারভারে কর্মরত। raihanask@gmail.com

## তথ্যপঞ্জি

১. আজাদ, এম. এ। (২০১৭, আগস্ট ১) ডেইলি স্টার, অক্টোবর ৫, ২০১৭। লিংক : http://www.theailyaily.net/frontpage/tufan-admits-rape-police-1441762

২. প্রতিবেদক, এস। (২০১৭, মে ১২) ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস। মে ৫, ২০১৭। লিংক : http://www.thefinancialexpress-bd.com/2017/05/12/70095/Banani-rappe-:Safat-Shadman-remanded/print

৩. প্রতিবেদক। (২০১৭, আগস্ট ১) দৈনিক অবজারভার, অক্টোবর ৮, ২০১৭। লিংক : http://www.observerbd.com/details.php?id=87328

৪. প্রতিবেদক, বি। (২০১৭, জুলাই ৩০) বিডিনিউজ২৪ডটকম, অক্টোবর ৫, ২০১৭। লিংক : http://bdnews24.com/bangladesh/2017/07/30/victim-her-mother-s-head-shaved-by-olded-rapist-s-relatives-in-bogra

৫. প্রতিবেদক, এস। (২০১৭, মে ২০) ডেইলি স্টার, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৭। লিংক : http://www.theailyaily.net/backpage/man-shady-past-1407841

৬. প্রতিবেদক, এস। (২০১৭, জুন ০২) ডেইলি স্টার, অক্টোবর ৫, ২০১৭। লিংক : http://www.theailyaily.net/backpage/banani-rape-no-evidence-victims-dress-dna-samples-14149

৭. এট অল, এম, এ। (২০১৭) বাংলাদেশে ধর্ষণ একটি জঘন্য অপরাধ এটা প্রমাণ করা কঠিন। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড হিউম্যানিটিস ইনভেনশন ২।

৮. Facia, এ (২০১৩)। পিতৃতন্ত্র কী? পি। ৫।

৯. হ্যাডার, বি (২০১২, সেপ্টেম্বর)। ১৯৭১ সালে ধর্ষণ ও গণহত্যা : একটি আইন। ফোরাম ঢাকা: ডেইলি স্টার।

১০. ইসলাম, আর। (২০১৭, মে ১৭) ডেইলি স্টার, অক্টোবর ৫, ২০১৭। লিংক : http://www.theailyaily.net/frontpage/banani-rape-cops-negligence-helped-accused-damage-evidence-1406275

১১. খান, এ আই। (২০১৭, আগস্ট ৩০) ঢাকা ট্রিবিউন, অক্টোবর ৮, ২০১৭। লিংক : http://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2017/08/30/woman-killed-gang-rape-moving-bus-5-held/

১২. মাহমুদ, টি। (২০১৭, মে ১৯) ঢাকা ট্রিবিউন, অক্টোবর ৫, ২০১৭। লিংক : http://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2017/05/19/banani-rape-plaintiffs-to-file-case-under-ict-act/

১৩. রব্বি, এ, আর। (২০১৭, জুন ০২) ঢাকা ট্রিবিউন, অক্টোবর ৫, ২০১৭। লিংক : http://www.dhakatribune.com/bangladesh/crime/2017/06/01/banani-rape-case-medical-tests-find-no-evidence/

১৪. প্রতিবেদক, ও। (২০১৭, জুলাই ৩০) ডেইলি স্টার, অক্টোবর ৫, ২০১৭। http://www.theailyaily.net/country/blogra-rape-tufan-sarker-bagra-sramik-league-leader-remanded-raping-student-1441024

## পরিশিষ্ট ১

Not secure www.earki.com/itsnotearki/article/824/ভিডিওটা-যদি-ভাল-কোয়ালিটিফুল-হয়-তাহলে-এফবিতে-দিয়ে
eআরকি আইডিয়া রম্য গল্প স্যাটায়ার কৌতুক সংবাদ eআরকি নয় আরও
2.5k
Engr Emon Sha
এগুলো সব মিথ্যা কথা, তাদের সাথে প্রেম ছিল বলেই তাদের কথা মতো হোটেলে গেছে। যখন দেখেছে এগুলো ভিডিও হচ্ছে তখন তারা আপত্তি হয়তো করেছে, পশু গুলো যখন শুনেনি তখন তারা পরে দুই মেয়ে ভেবে দেখেছে তারা তো ভিডিও টি নেটে দিবে। তার আগে আমরাই প্রকাশ করে দেই যে তারা অস্ত্রের মুখে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষন করেছে। যখন রাতের পর রাত দিনের পর দিন বন্ধুদের সাথে ঘোড়া ঘুড়ী করা হয় প্রেমের নামে সেক্স করা হয় তখন ধর্ষন হয় না। মেয়েদের কারনে আজ মেয়েরা ধর্ষিত হচ্ছে।
Salman Azim
কোথায় হারালো বিবেক?
শয়তানে ব্রনে পেশাব করেছে।
বিড়ালের সামনে দুধ দিয়ে বলবেন দুধ খেয়োনা গোনাহ হবে।
সোনার ছেলে-মেয়ে, সুন্দর চরিত্র গঠনের কারখানা। বন্ধ... See More
Mamun Khan Mamun
আজ চেতনাবাজরা কোথায়? প্রগতিশীলরা কোথায়?? ওহে নারীজাতী এরাই ধর্ষক, তোমরা তা বুঝনা।
Jahed Bin Abdullah
যেমন কর্ম তেমন ফল। হায়রে নারী ইসলামে এইসব পালন করা নিষেধ, যদি তুমি ইসলাম মেনে ঘরে থাকতে তা হলে আজকে তোমার এই অবস্হা হতো না। মুরগী শিয়ালের পেটে গিয়ে বুঝতে পারে যে খাঁচা থেকে বের হওয়া ঠিক হয় নাই।
Nazrul Islam Nehan
সাংবাদিক সাহেবরা বোঝেন না।আসলে এসব ধর্ষণ নয়, এসব হলো আধুনিক ছেলে-মেয়েদের মাস্তি।
Shah Alam Patoary
এই কাজটা যে হইছে কত দিন হলো???? এত দিন পর মনে হইলো যে ধর্ষন হইছে??? এইতো দেখি গন্ডারের চামড়া!!!!!!! বেশি আধুনিকতা বসসসসসস,no problem it's ok.
Rashed Raihan
Mohammad Chishty
Zara meye doita dosharop korche Tara oi Dhorshon Karider thekeo Dipodjonok...Era aro boro dhorshok..
Write a comment...
কৌতুক
রম্য
সংবাদ
স্যাটায়ার
WORK WITH US!
ENG 11:54 PM


Not secure www.earki.com/itsnotearki/article/824/ভিডিওটা-যদি-ভাল-কোয়ালিটিফুল-হয়-তাহলে-এফবিতে-দিয়ে
eআরকি আইডিয়া রম্য গল্প স্যাটায়ার কৌতুক সংবাদ eআরকি নয় আরও
2.5k
Harunor Rashid Arif
আপামনি, এটা Rape নয়-Modernness, রাত 2 টা পর্যন্ত "বন্ধুর" পার্টিতে নিশ্চই পরিবারের অমতে থাকেননি, আর এত রাতে সবারই একটু special demand অস্বিকার কে করে বলেন??? তবে আর যাই বলেন আপনাদের মত মেয়েদের কাছ থেকে আল্লাহ যেন দূরে রাখেন আর প্রত্যেকের পরিবারের দায়িত্বশীলকে কমঠ রাখেন।
View 1 previous reply
Ador Ahmed Saddam
Nahid Adnan
ধর্ষক শুধু সেখানে না, আমাদের আশেপাশেই আরো অনেক ঘুরে বেড়াচ্ছে, এখানের কমেন্টগুলো পড়লেই তা বুঝা যায়। এরা শুধু সুযোগের অপেক্ষায় ভদ্রলোক।
সবকিছুরই বিচার আছে, প্রত্যেকটা কথারও জবাব হবে, শুধু অপেক্ষা করেন।
View 3 previous replies
Ador Ahmed Saddam
Nazrul Islam
"লিটনের ফ্লাট", বিভিন্ন পার্টি ও গ্রুপ স্টাডি বর্তমানের ট্রেন্ড। চলছে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে
সাইফুল ইসলাম
ধর্ষন নয় এটা আপসে হইচে
Mortoza Khan
1 month pore kano aslo??
Shodesh Roy
বিচার হবে কি?
Sojib Karmaker
কি হচ্ছে এগুলি
মোঃ শাহ আলম রাফি
ভালো কাজ করছে।
Adnan Samir
Darun uddog
Alifa Rhaman
Write a comment...
কৌতুক
রম্য
সংবাদ
স্যাটায়ার
WORK WITH US!
ENG 11:54 PM

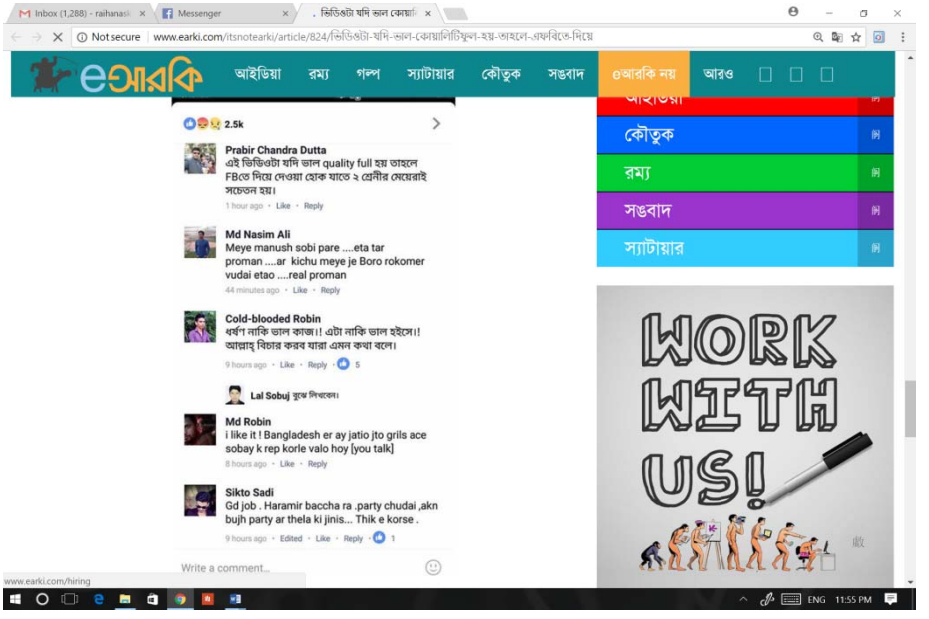

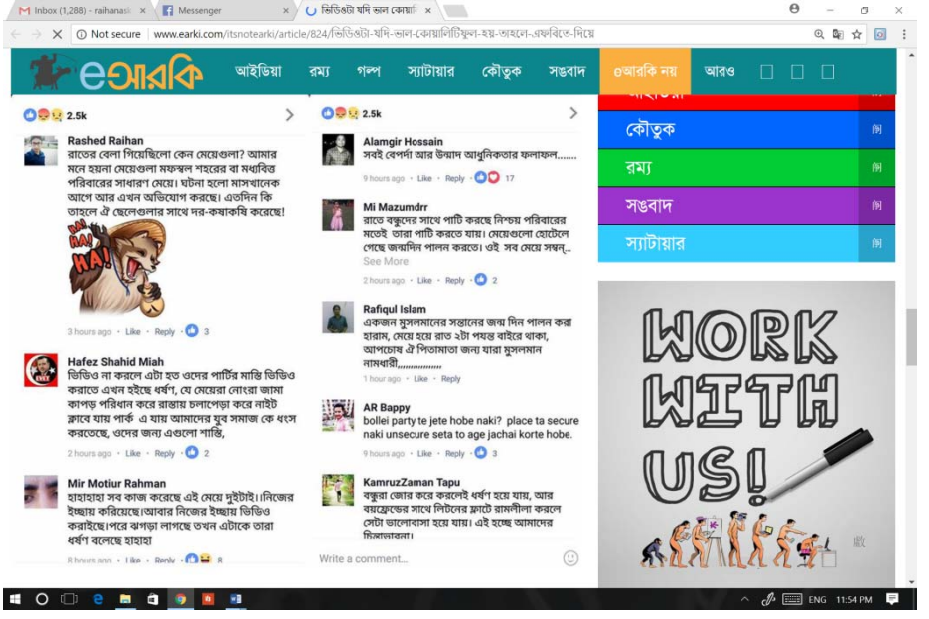

Not secure
www.earki.com/itsnotearki/article/824/ভিডিওটা-যদি-ভাল-কোয়ালিটিফুল-হয়-তাহলে-এফবিতে-দিয়ে
আইডিয়া
রম্য
গল্প
স্যাটায়ার
কৌতুক
সংবাদ
eআরকি নয়
আরও
2.5k
Prabir Chandra Dutta
এই ভিডিওটা যদি ভাল quality full হয় তাহলে FBতে দিয়ে দেওয়া হোক যাতে ২ শ্রেনীর মেয়েরাই সচেতন হয়।
1 hour ago · Like · Reply
Md Nasim Ali
Meye manush sobi pare ....eta tar proman ....ar kichu meye je Boro rokomer vudai etao ....real proman
44 minutes ago · Like · Reply
Cold-blooded Robin
ধর্ষণ নাকি ভাল কাজ।! এটা নাকি ভাল হইসে।!
আল্লাহ্ বিচার করব যারা এমন কথা বলে।
9 hours ago · Like · Reply · 5
Lal Sobuj বুঝে লিখবেন।
Md Robin
i like it ! Bangladesh er ay jatio jto grils ace sobay k rep korle valo hoy [you talk]
8 hours ago · Like · Reply
Sikto Sadi
Gd job . Haramir baccha ra .party chudai ,akn bujh party ar thela ki jinis... Thik e korse .
9 hours ago · Edited · Like · Reply · 1
Write a comment...
কৌতুক
রম্য
সংবাদ
স্যাটায়ার
WORK WITH US!
www.earki.com/hiring
ENG 11:55 PM


Not secure
www.earki.com/itsnotearki/article/824/ভিডিওটা-যদি-ভাল-কোয়ালিটিফুল-হয়-তাহলে-এফবিতে-দিয়ে
আইডিয়া
রম্য
গল্প
স্যাটায়ার
কৌতুক
সংবাদ
eআরকি নয়
আরও
2.5k
Rashed Raihan
রাতের বেলা গিয়েছিলো কেন মেয়েগুলা? আমার মনে হয়না মেয়েগুলা মফস্বল শহরের বা মধ্যবিত্ত পরিবারের সাধারণ মেয়ে। ঘটনা হলো মাসখানেক আগে আর এখন অভিযোগ করছে। এতদিন কি তাহলে ঐ ছেলেগুলার সাথে দর-কষাকষি করেছে!
HA! HA! HA!
3 hours ago · Like · Reply · 3
Hafez Shahid Miah
ভিডিও না করলে এটা হত ওদের পার্টির মাস্তি ভিডিও করাতে এখন হইছে ধর্ষণ, যে মেয়েরা নোংরা জামা কাপড় পরিধান করে রাস্তায় চলাপেড়া করে নাইট ক্লাবে যায় পার্ক এ যায় আমাদের যুব সমাজ কে ধংস করতেছে, ওদের জন্য এগুলো শাস্তি,
2 hours ago · Like · Reply · 2
Mir Motiur Rahman
হাহাহাহা সব কাজ করেছে এই মেয়ে দুইটাই।।নিজের ইচ্ছায় করিয়েছে।আবার নিজের ইচ্ছায় ভিডিও করাইছে।পরে ঝগড়া লাগছে তখন এটাকে তারা ধর্ষণ বলেছে হাহাহা
2.5k
Alamgir Hossain
সবই বেপর্দা আর উন্মাদ আধুনিকতার ফলাফল.......
9 hours ago · Like · Reply · 17
Mi Mazumdrr
রাতে বন্ধুদের সাথে পাটি করছে নিশ্চয় পরিবারের মতেই তারা পাটি করতে যায়। মেয়েগুলো হোটেলে গেছে জন্মদিন পালন করতে। ওই সব মেয়ে সম্বন্...
See More
2 hours ago · Like · Reply · 2
Rafiqul Islam
একজন মুসলমানের সন্তানের জন্ম দিন পালন করা হারাম, মেয়ে হয়ে রাত ২টা পযন্ত বাইরে থাকা, আপচোষ ঐ পিতামাতা জন্য যারা মুসলমান নামধারী,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 hour ago · Like · Reply
AR Bappy
bollei party te jete hobe naki? place ta secure naki unsecure seta to age jachai korte hobe.
9 hours ago · Like · Reply · 3
KamruzZaman Tapu
বন্ধুরা জোর করে করলেই ধর্ষণ হয়ে যায়, আর বয়ফ্রেন্ডের সাথে লিটনের ফ্লাটে রামলীলা করলে সেটা ভালোবাসা হয়ে যায়। এই হচ্ছে আমাদের
Write a comment...
কৌতুক
রম্য
সংবাদ
স্যাটায়ার
WORK WITH US!
ENG 11:54 PM

**পরিশিষ্ট ২**

## পাঁচজন মায়ের সঙ্গে রেকর্ডকৃত ব্যক্তিগত কথোপকথনের প্রতিলিপি

প্রশ্ন ১ গবেষক (পাঁচজন মায়ের প্রতি) : বনানীতে ধর্ষণের ব্যাপারে আপনাদের মন্তব্য কী?

- প্রথম মা : আমি জানি না ঘটনা সত্য নাকি মিথ্যা। কিন্তু আমি তাদের মাকে দোষ দেবো। আমাদের মায়েদেরই আমাদের মেয়েদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিত। আমি কখনই আমার মেয়েকে এত রাতে কোথাও যেতে দেবো না। কেন এই মেয়েদের মা তাদের যেতে বাধা দিলো না?
- দ্বিতীয় মা : আধুনিক মায়েরা তাদের মেয়ের চলাফেরা সম্পর্কে খোঁজ রাখেন না। এজন্যই ধর্ষণ হয়।
- তৃতীয় মা : এত রাতে হোটেলে গেলে ধর্ষণ তো অনিবার্য।
- চতুর্থ মা : যাই হোক না কেন, ধর্ষণ ধর্ষণই এবং ধর্ষককে অবশ্যই শাস্তি দেওয়া উচিত।
- পঞ্চম মা : আমাদের আইন আমাদের মেয়েদের সহায়তা করে না। এক্ষেত্রে আইন কঠোর নয়।

প্রশ্ন ২ গবেষক (পাঁচজন মায়ের প্রতি) : রূপার ধর্ষণের ব্যাপারে আপনারা কী বলবেন?

- প্রথম মা : আমরা যত বিপদেই থাকি না কেন, আমাদের অবশ্যই সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলতে হবে। একটি মেয়ের রাতে একা বাসে চলাচল করা উচিত নয়। তার আরো তাড়াতাড়ি চলে আসা উচিত ছিল।
- দ্বিতীয় মা : ধর্ষকেরা নিরক্ষর পশু ছিল। আমাদের আশেপাশে আরো অনেক সামাজিক পশু আছে। আমরা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারি না। এমনকি আমাদের আইন কঠোরভাবে তাদের শাস্তি দিতে পারে না। সুতরাং আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।
- তৃতীয় মা : রূপা একটি সংগ্রামরত পরিবারভুক্ত ছিল। তার ইতোমধ্যে যথেষ্ট সমস্যা ছিল। তার পরিবারের অন্য পুরুষ সদস্যের সাথে থাকা উচিত ছিল। যেসব মেয়ের পরিবারে শক্তিশালী পুরুষ সদস্য নেই, তারা প্রায়ই এমন দুর্ঘটনার শিকার হয়।
- চতুর্থ মা : এটা খুবই দুঃখজনক। আমি আমার মেয়ের নিরাপত্তার ব্যাপারে চিন্তিত।
- পঞ্চম মা : সরকারের অবশ্যই উচিত ধর্ষকের প্রতি কোনো সহনশীলতা না দেখানো।